basis of empirical data.

Q. 5. Critically find out main theses of Empiricism.

Ans. According to empiricism, all knowledge originates from sense-experience. In the ancient Greek philosophy Protagoras, Gorgias were the advocates of empiricism. In modern philosophy, Locke, Berkeley and Hume are the most important empiricists. The empiricists while

advocating their theories differ in many respects though in many respects they also agree. Taking this fact into consideration we may critically discuss the main theses of Empiricism.

(1) The empiricists hold that all our knowledge is derived from experience, by which they mean sense-experience or sense-perception. They think that sensations and feelings are the only source of knowledge. In fact sensations and ideas are the only materials of knowledge. Knowledge consists of actual and possible sensations.

(2) The empiricists hold that the mind is passive in receiving sensations. It becomes active when it forms complex ideas by combining different simple ideas. The empiricists also hold that the sensations and feeling which constitute the matter of knowledge are basically disconnected from one another. They become connected only at the time of formation of knowledge.

(3) The empiricists maintain that there are no innate ideas. According to them, whatever ideas we have, we have obtained from experience. Regarding innate ideas the empiricists point out that certain ideas may be present in the mind from our early boyhood but it cannot be said that any of these ideas was present in the mind at birth. In this way, the empiricists deny the existence of any innate idea.

Empiricists believe that mind at the time of birth remains like a blank state and all the impressions on it come through sense-experience. Sensation is the source of our knowledge of external objects. Reflection is the source of our knowledge of the internal states of mind. According to empiricists all the ideas come to our mind either from sensation or reflection and there is no other third source from which knowledge can be obtained.

(4) The empiricists hold that knowledge is essentially inductive and not deductive. Knowledge starts with particular facts of experience and makes generalisations from them. We experience two particular pairs together and find that they make four. Then by inductive generalisation we arrive at the general truth, 'All cases of two and two are cases of four'. According to some empiricists, the difference between a mathematical induction like 2+2 = 4 and the so-called empirical induction like, All cuckoos are black, is a difference of degree, and not of kind. They believe that we obtain not only the ideas of particular objects with the help of sense-experience but also the knowledge of abstract general truths.

(5) The empiricists declare that there are no synthetic a priori

propositions. They contend that the proposition is either (1) synthetic but not a priori or (2) a priori but not synthetic.

(6) The empiricists hold that values like truth, goodness and beauty have no objective reality. These are entirely relative to human circumstances and hence, are subjectively real. Value judgements express an individual's attitude, favourable and unfavourable.

As a theory of the nature and origin of knowledge empiricism has got the following defects :

(1) Empiricism declares sense-experience as the only source of knowledge. They do not accept the role of reason in this context. So, it has overestimated sense and underestimated reason when it has tried to explain knowledge.

(2) The empiricism holds mind to be a passive recipient of sensations or simple ideas. But modern psychologists point out that ideas can originate from sensation only due to mind's activity. Sensations by themselves are meaningless apart from their interpretation by intellect. So as regards formation of ideas, mind is not passive but active.

(3) Kant does not accept the empiricists' contention that all a priori propositions are analytic and that there is no a priori synthetic proposition. In his opinion, an arithmetical proposition like 7+5 = 12 is not an empirical generalisation. It is an a priori synthetic proposition. The ideas of 12 is not by any means contained in the idea of the sum of 7 and 5.

(4) General truths, as the empiricists think, cannot be based on experience alone. But the general statement includes not only perceived instances but also unperceived instances. There is the necessary of experience to arrive at the general truth but general truth is not wholly a posterion.

Some empiricists think that the difference between mathematical propositions and empirical propositions is a difference of degree and not of kind. But this view is not correct in reality.

(5) The empiricist theory of values is not satisfactory. That value judgements express individual's approval or disapproval, liking or disliking cannot be held to be correct. These things vary from individual to individual. Their statements involve logical contradiction as they are judging the same proposition from opposite sides.

(6) The empiricists are inconsistent in their views. Some of them admit the existence of transcendental realisties, while some do not. Some empiricists, besides sense-experience, recognise notion, intuition etc. as source of knowledge. So they cannot be regarded as through going empiricists.

বলতে হয়।

৪.৬. অভিজ্ঞতাবাদের মূল বক্তব্য (Main Thesis of Empiricism) ঃ

অভিজ্ঞতাবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মূল তত্ত্বগুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়। অভিজ্ঞতাবাদের মূল তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যাই হল অভিজ্ঞতাবাদের ব্যাখ্যা। অভিজ্ঞতাবাদের যেসব মূল তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে সেগুলি হল—(১) **জ্ঞান-সংক্রান্ত তত্ত্ব**, (২) **যুক্তিশাস্ত্র-সংক্রান্ত তত্ত্ব**, (৩) **মন-সংক্রান্ত তত্ত্ব**, (৪) **অধিবিদ্যা-সংক্রান্ত তত্ত্ব** এবং (৫) **মূল্য-সংক্রান্ত তত্ত্ব**। অভিজ্ঞতাবাদের ব্যাখ্যায় এইসব তত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন হয়।

(১) জ্ঞান-সংক্রান্ত মতবাদ (Epistemological Theory) :

সকল অভিজ্ঞতাবাদী প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাকে (বাহ্য প্রত্যক্ষণ ও অন্তঃপ্রত্যক্ষণকে) জ্ঞানের মূল উৎসরূপে স্বীকার করলেও নরমপন্থী ও চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নরমপন্থীরা বিশুদ্ধ বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলেও চরমপন্থীরা অভিজ্ঞতা অতিরিক্তভাবে বুদ্ধিশক্তিকে স্বীকার করেন না। **চরমপন্থীদের মতে (যেমন—মিলের মতে), সব জ্ঞানই অভিজ্ঞতা-নির্ভর অর্থাৎ পরতসাধ্য।** পরতসাধ্য জ্ঞান মাত্রই আপতিক (Contingent), যা সত্য হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে, অর্থাৎ সম্ভাব্য। অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর না করে কোন কিছুর জ্ঞানই সম্ভব হতে পারে না, যদিও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আপতিক, অবশ্যম্ভব নয়। জ্ঞানমাত্রই আরোহী (inductive)—পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-নির্ভর। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আরোহী হওয়ায় সেই জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। গাণিতিক ও জ্যামিতিক জ্ঞানও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মত অভিজ্ঞতা-নির্ভর। '২ + ২ = ৪' এই গাণিতিক জ্ঞানটি অথবা 'ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০°' এই জ্যামিতিক জ্ঞানটিও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-নির্ভর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুটি বস্তুর সঙ্গে আর দুটি বস্তু (যেমন—দুটি আঙুলের সঙ্গে আর দুটি আঙুল, দুটি কলমের সঙ্গে আর দুটি কলম, দুটি আমের সঙ্গে আর দুটি আম) যোগ করে মোট সংখ্যা ৪ হতে দেখে তবেই আমরা বলতে পারি '২ + ২ = ৪'। তেমনি, একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করে এবং তাকে নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবেই বলা যায় 'ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০°।' বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও গাণিতিক জ্ঞানের মধ্যে জাতিগত কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য কেবল মাত্রাগত। উভয় প্রকার জ্ঞানই পরতসাধ্য ও সম্ভাব্য, যদিও গাণিতিক জ্ঞানের সত্য হওয়ার সম্ভাব্যতার মাত্রা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি।

নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদীরা (যেমন—হিউম) জ্ঞানের একটি প্রকারের পরিবর্তে দুটি প্রকার স্বীকার করেন—অভিজ্ঞতা-নির্ভর আরোহমূলক সম্ভাব্য-জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ অবরোহমূলক অবশ্যম্ভব জ্ঞান। নরমপন্থীদের মতে, আরোহমূলক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আপতিক আর অবরোহমূলক গাণিতিক ও যুক্তিশাস্ত্রের জ্ঞান অবশ্যম্ভব। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ; গাণিতিক ও যুক্তিশাস্ত্রের জ্ঞান অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। তবে, নরমপন্থী

অভিজ্ঞতাবাদীরা জ্ঞানের দুটি প্রকার স্বীকার করলেও অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবিক জ্ঞানের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

(২) যুক্তিশাস্ত্র সংক্রান্ত মতবাদ (Logical Theory) :

অভিজ্ঞতাবাদীদের জ্ঞান সংক্রান্ত মতবাদ থেকেই তাঁদের যুক্তিশাস্ত্র সংক্রান্ত মতবাদ নিঃসৃত হয়। যুক্তিশাস্ত্রে দু প্রকার বচনের উল্লেখ আছে — (ক) পূর্বতসিদ্ধ (a priori) ও (খ) পরতসাধ্য (a posteriori)। **অধিকাংশ অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, পূর্বতসিদ্ধ বচনমাত্রই বিশ্লেষক (analytic) এবং পরতসাধ্য বচনমাত্রই সংশ্লেষক (synthetic)।** বিশ্লেষক বচনে কেবল শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়, বাস্তব বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা হয় না, নতুন কোন তথ্য জ্ঞাপন করা হয় না। বিশ্লেষক বচনের বিরোধী বচন স্ববিরোধী হয় বলে বচনটি অনিবার্যরূপে সত্য। অপরপক্ষে, সংশ্লেষক বচনের বিধেয়টি তথ্যজ্ঞাপক এক নতুন সংযোজন এবং সেই কারণে বচনটি জ্ঞান-সম্প্রসারণমূলক। তবে, সংশ্লেষক বচনের বিরোধী বচন আত্মবিরোধী হয় না বলে এই প্রকার বচন সম্ভাব্য, সুনিশ্চিত নয়।

চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদীরা উল্লিখিত বচনের দুটি প্রকারের পরিবর্তে একটি প্রকারকে স্বীকার করেন। এঁদের মতে, **বচনমাত্রই পরতসাধ্য সংশ্লেষক, 'পূর্বতসিদ্ধ বচন' বলে বস্তুত কিছু নেই; সব বচনই পরতসাধ্য এবং আপতিক।** চরমপন্থীরা বিজ্ঞানের আরোহী পদ্ধতিকেই (inductive method) জ্ঞানলাভের একমাত্র পদ্ধতিরূপে গণ্য করেছেন। আরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল, 'বিশেষের' অভিজ্ঞতা থেকে 'সামান্যের' জ্ঞানে উপনীত হওয়া। বিজ্ঞানমাত্রই (গণিত এবং যুক্তিশাস্ত্রও) আরোহী পদ্ধতি-নির্ভর এবং সেজন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান।

নরমপন্থী হিউম অবশ্য উল্লিখিত দু প্রকার বচন বা জ্ঞানকে স্বীকার করেন—(ক) ধারণার সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধ-বিষয়ক জ্ঞান, যা প্রকাশ পায় পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক বচনের মাধ্যমে এবং (খ) ধারণার সঙ্গে তথ্যের সম্বন্ধ-বিষয়ক জ্ঞান, যা প্রকাশ পায় পরতসাধ্য সংশ্লেষক বচনের মাধ্যমে। হিউমের মতে, পূর্বতসিদ্ধ বচনমাত্রই বিশ্লেষক এবং পরতসাধ্য বচনমাত্রই সংশ্লেষক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বচনগুলি পরতসাধ্য সংশ্লেষক, আর গণিত ও যুক্তিশাস্ত্রের বচনগুলি পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি আরোহী আর গণিত ও যুক্তিশাস্ত্রের পদ্ধতি অবরোহী। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে হিউম উভয় পদ্ধতিকেই প্রয়োজনীয় বলেছেন। পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক বচন অবশ্যম্ভব সত্য, কেননা ঐ বচনের বিরোধী বচন স্ববিরোধী। পরতসাধ্য সংশ্লেষক বচন সম্ভাব্য, কেননা ঐ বচনের বিরোধী বচন আত্মবিরোধী হয় না। হিউমের মতে, '২ + ২ = ৪' বচনটি পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক, 'জলপানে তৃষ্ণা নিবারিত হয়' বচনটি পরতসাধ্য সংশ্লেষক।

(৩) মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ (Psychological Theory) :

অভিজ্ঞতাবাদী মাত্রই (নরমপন্থী এবং চরমপন্থী উভয়েই) বলেন যে, আমাদের কোন জ্ঞানই সহজাত নয়। বুদ্ধিবাদীরা যে সহজাত ধারণার কথা বলেন অভিজ্ঞতাবাদীরা তা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেন। অভিজ্ঞতাবাদীদের মনস্তাত্ত্বিক অভিমত প্রসঙ্গে লকের বক্তব্যের

[illegible]

[illegible] (Laws of Association) [illegible]

(২) [illegible] (Metaphysical Theory) :

[illegible]

[illegible] (impres[illegible] [illegible]

[illegible] (Logical Positivism) [illegible]

(non-sense) বলেছেন। এঁদের মতে, অধিবিদ্যক বচন আসলে কোন বচনই নয়, বচনাভাস (Pseudo-proposition) মাত্র, যা কতকগুলি অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয় এবং যাকে 'সত্য' অথবা 'মিথ্যা'-কিছুই বলা যায় না।

(৫) মূল্য-সংক্রান্ত মতবাদ (Axiological Theory) :

অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে তথ্যবাচক বা বর্ণনামূলক বাক্য (factual or descriptive statement) গঠন করা যায়, কিন্তু আদর্শবোধক বা মূল্যসূচক বাক্য (evaluative statement) গঠন করা যায় না। সত্য, শিব (কল্যাণ) ও সুন্দরের আদর্শ লাল, হলুদের মত কোন বাস্তব বিষয় নয়। অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বলা যায় 'ফুলটি লাল' অথবা 'তুমি চুরি করেছ'। এসব জ্ঞানদায়ী বাক্য সত্য হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। 'লাল' ধর্মটি ফুলের বাস্তবিক বিশেষণ হলে প্রথম বাক্যটি সত্য হবে, না হলে মিথ্যা হবে। তেমনি, তুমি বাস্তবিক চুরি করে থাকলে দ্বিতীয় বাক্যটি সত্য হবে, না হলে মিথ্যা হবে। বাস্তবিক লাল ধর্মটি ফুলের আছে কি-না, বাস্তবিক তুমি চুরি করেছ কি-না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যাচাই করা যায়।

কিন্তু, অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বলা যায় না 'ফুলটি সুন্দর' অথবা 'তুমি চুরি করে মন্দ কাজ করেছ'। 'লাল'কে যেমন চোখ দিয়ে দেখা যায় 'সৌন্দর্যকে' তেমনি কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই দেখা যায় না; তোমার 'মিথ্যা বলা'কে যেমন ঘটনা বিশ্লেষণ করে জানা যায় 'কাজের মন্দত্ব'কে তেমনি ঘটনা বিশ্লেষণ করে জানা যায় না। সহজ কথায়, তথ্যকে যেমন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় মূল্যকে সেভাবে জানা যায় না। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকরা এজন্য মূল্যসূচক বাক্যের প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, মূল্যবাচক **বাক্য আসলে আমাদের মনোভাব, অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি প্রকাশ করে মাত্র,** যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত। এজন্য, তথ্যবাচক বাক্য যেমন সত্য অথবা মিথ্যা হয়, মূল্যবাচক বাক্য তেমনি সত্য-মিথ্যা হয় না। যে ফুলকে আমি 'লাল' বলি অপরেও তাকে লাল বলে; কিন্তু যাকে আমি 'সুন্দর' বলি অপরে তাকে 'সুন্দর' নাও বলতে পারে। **মূল্যসূচক বাক্যে কোন বিষয়জ্ঞান হয় না বলেই অভিজ্ঞতাবাদীরা এই জাতীয় বাক্যকে তেমন গুরুত্ব দেন না।**

তবে, মূল্যসূচক বাক্যের প্রতি গুরুত্ব না দিলেও অভিজ্ঞতাবাদীরা এই প্রকার বাক্যকে **'অর্থহীন' বলেন না।** নব্য-অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, মূল্যবাচক বাক্যে আমাদের তৃপ্তি-অতৃপ্তি, পছন্দ-অপছন্দ, ভাললাগা-মন্দলাগা ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ পায়। 'সত্য কথা বলা ভাল' এই মূল্যবাচক কথাটির অর্থ হল, 'আমি সত্য কথা বলা পছন্দ করি বা অনুমোদন করি'। তেমনি 'মিথ্যা কথা বলা মন্দ'—মূল্যবাচক এই কথাটির সঠিক অর্থ হল, 'আমি মিথ্যা কথা বলা অপছন্দ করি বা অননুমোদন করি'।

৪.৭. অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনা (Criticism of Empiricism) :

নিম্নোক্ত কারণে অভিজ্ঞতাবাদকে যুক্তিসম্মত মতবাদ বলা যায় না :

(১) 'অভিজ্ঞতাই তথ্য-সংক্রান্ত সকল জ্ঞানের উৎস'—অভিজ্ঞতাবাদীদের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ সমর্থন করা যায় না। একথা সত্য যে, অভিজ্ঞতা না হলে জ্ঞান হয় না।

কিন্তু নিছক অভিজ্ঞতা যে জ্ঞানদানে সমর্থ নয়—একথাও মানতে হয়। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতিরিক্ত বুদ্ধির অবদানকে স্বীকার করতে হয়। নিছক সংবেদন হল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের এক অব্যক্ত জটলা, যার জ্ঞানগত কোন মূল্য নেই। এই অব্যক্ত সংবেদন-জটলার মধ্যে অর্থ-সঞ্চার হলে তবেই তা জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়। অব্যক্ত সংবেদনের অর্থ-সঞ্চার বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলেই সম্ভব হয়। উপরন্তু, অভিজ্ঞতায় আমরা 'কতকের' জ্ঞান পাই। অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি 'কোন কোন মানুষ হয় মরণশীল।' কিন্তু 'সকল মানুষ মরণশীল'—এমন জ্ঞানও আমাদের আছে। বিজ্ঞানের নিয়মগুলি সামান্য ও সার্বিক। বুদ্ধির ওপর নির্ভর না করলে 'কতকের' জ্ঞান থেকে 'সামান্য-জ্ঞানে' উপনীত হওয়া যায় না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাই বুদ্ধির অবদানকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

(২) অভিজ্ঞতাবাদীদের **যুক্তিশাস্ত্রসম্মত** অভিমত ত্রুটিপূর্ণ। মিল যে গাণিতিক ও যুক্তিশাস্ত্রের বাক্যকে আপতিক বলেছেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। '২ + ২ = ৪', 'ক খ থেকে বড় হলে, খ ক থেকে ছোট হবে' ইত্যাদি বাক্যকে কোনভাবেই সম্ভাব্য বলা যায় না। এসব বাক্য অনিবার্য সত্য। বাস্তব বিষয়-সংক্রান্ত বাক্য ও গাণিতিক বাক্যকে সমপর্যায়ভুক্ত করা সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত, তাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য আছে।

নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদীরা, যথা, হিউম ও তাঁর অনুগামীরা এজন্য সঙ্গত কারণেই **দু'প্রকার বাক্য** স্বীকার করেছেন। কিন্তু 'অবশ্যম্ভব (পূর্বতসিদ্ধ) বাক্য মাত্রেই বিশ্লেষক প্রকৃতির হবে'—এমন ধারণা পোষণ করে তাঁরা যে ভুল করেছেন তা স্বীকার করতে হয়। আপতিক (পরতসাধ্য) বাক্য মাত্রেই সংশ্লেষক প্রকৃতির হলেও অবশ্যম্ভব (পূর্বতসিদ্ধ) বাক্য বিশ্লেষক প্রকৃতির না হয়ে সংশ্লেষক প্রকৃতিরও হতে পারে। যেমন 'সকল ঘটনার কারণ আছে' বাক্যটি অবশ্যম্ভব (পূর্বতসিদ্ধ), কিন্তু বিশ্লেষক নয়—'ঘটনার' অর্থ বিশ্লেষণ করে 'কারণে'র অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং **তিনপ্রকার বাক্য** (যথা—পরতসাধ্য সংশ্লেষক, পূর্বতসিধ্য বিশ্লেষক এবং পূর্বতসিধ্য সংশ্লেষক) স্বীকার করতে হয় এবং বাক্যের তৃতীয় প্রকারটি হল—'পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক'।

(৩) অভিজ্ঞতাবাদীদের **মনস্তাত্ত্বিক** মতবাদও ত্রুটিপূর্ণ। লকের সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে একমত যে, জন্মলগ্নে শিশু কোন স্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু একথা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে, জন্মলগ্নে প্রতিটি শিশু কিছু **সহজাত প্রবণতা** নিয়ে জন্মায়। জন্মগত এই প্রবণতা বা সামর্থ্যের জন্যে একই পরিবেশে বড় হওয়া সত্ত্বেও দুজন শিশু ভিন্ন চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। দেকার্ত প্রমুখ বুদ্ধিবাদীরা এই সহজাত সামর্থ্যকেই 'বুদ্ধির সামর্থ্য' বলেছেন। বুদ্ধির এই সামর্থ্যকে অস্বীকার করলে কোনপ্রকার ধারণা বা জ্ঞানের ব্যাখ্যা হয় না।

ইন্দ্রিয়-সংবেদন গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ যে মনকে নিষ্ক্রিয় বলছেন তাও মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। মনস্তত্ত্বের কথা হল—আমাদের মন, অন্তত জাগ্রত অবস্থায়, কোন সময় নিষ্ক্রিয় নয়, ধারণা গ্রহণের ক্ষেত্রে মনের সক্রিয় ভূমিকা আছে। মনের সক্রিয়তার জন্যই অব্যক্ত সংবেদনরাশি অর্থ লাভ ক'রে ধারণা ও জ্ঞানে পরিণত হয়।

স্থায়ী মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে কেবল অনুষঙ্গের নীতির মাধ্যমে হিউম যে জ্ঞানোৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন তাও মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। অনুষঙ্গের নীতির উল্লেখ করলে তাদের পরিচালকরূপে মনকেও স্বীকার করতে হয়।

(৪) অভিজ্ঞতাবাদীরা **অধিবিদ্যক** বাক্যকে অসার ও অর্থহীন বলে সঠিক মত প্রকাশ করেননি। হিউম জড়-দ্রব্য (Matter), আত্মা (Soul), ঈশ্বর (God) প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়-সম্পর্কিত উক্তি মাত্রেই অধিবিদ্যক উক্তি। অভিজ্ঞতাবাদীদের অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়। 'ঈশ্বর আছেন' বাক্যটি যেমন অধিবিদ্যক, 'ঈশ্বর নেই' বাক্যটিও তেমনি অধিবিদ্যক। প্রথম বাক্যটিতে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং দ্বিতীয় বাক্যটিতে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অনস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। দুটি বাক্যই ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্পর্কিত। প্রথম বাক্যটিকে অধিবিদ্যক বললে দ্বিতীয় বাক্যটিকেও অধিবিদ্যক বলতে হয়। হিউম-পন্থী নব্য-অভিজ্ঞতাবাদীরা আবার অধিবিদ্যক বাক্যকে অর্থহীন বলেন, কেননা এসব বাক্যের সত্যাসত্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব নয়। নব্য-অভিজ্ঞতাবাদীদের এই অভিমত গ্রহণ করলে বিজ্ঞানের সার্বিক নিয়মগুলিকেও 'অর্থহীন' বলতে হয়, কেননা ত্রৈকালিক (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে) নিয়মগুলিকে অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করা যায় না। কিন্তু নব্য-অভিজ্ঞতাবাদীরা বিজ্ঞানকে অসম্ভব বলেন না। অতএব, বিজ্ঞানের সার্বিক বচনগুলিকে অর্থপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হলে অধিবিদ্যক বচনগুলিকেও 'অর্থপূর্ণ' বলতে হয়।

(৫) অভিজ্ঞতাবাদীদের **মূল্য-সংক্রান্ত** অভিমতও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। একথা সত্য যে, মূল্যবাচক বাক্যে আমাদের মনের তৃপ্তি বা অতৃপ্তিবোধ প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মানতে হয়, যার সম্পর্কে উক্ত হচ্ছে সেই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিমনের সৃষ্টি নয়। মূল্য বিষয়ীগত ও বিষয়গত—উভয়ই।

অভিজ্ঞতাবাদীরা মূল্যবাচক বাক্যে কেবল ব্যক্তির মনোভাব—তার পছন্দ-অপছন্দ, নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি প্রকাশ পায় বলে ভুল করেছেন। মূল্যবাচক বাক্যে শুধু ব্যক্তির মনোভাব প্রকাশ পায়, এমন বললে দুটি মূল্যনিরূপক বাক্যের মধ্যে কোন বিরোধ থাকবে না। 'আমি সত্য কথা বলা **পছন্দ করি**' ও 'আমি সত্য কথা বলা **পছন্দ করি না**'—এই দুটি উক্তি দুই ব্যক্তি এক সময়ে অথবা এক ব্যক্তি দুই সময়ে করলে, উক্তি দুটির মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয় না; কেননা, এক সময়ে দুই ব্যক্তির মানসিকতা ভিন্ন হতে পারে, আবার এক ব্যক্তির মানসিকতা দুই সময়ে পৃথক হতে পারে। মূল্য-সংক্রান্ত বাক্য এই প্রকার হয় না। মূল্য-সংক্রান্ত বাক্যের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। 'সত্য কথা **ভাল**' এবং 'সত্য কথা বলা **ভাল নয়**'—এই দুটি মূল্যবাচক বাক্যের মধ্যে বিরোধ আছে। প্রথম বাক্যটি সত্য হলে দ্বিতীয়টি সত্য হতে পারে না, আবার প্রথম বাক্যটি মিথ্যা হলে দ্বিতীয়টি মিথ্যা হতে পারে না। মূল্য তাই শুধু মনোগত নয়, মূল্যকে বিষয়গতও বলতে হয়। কাজেই, মূল্যবাচক বাক্যে শুধু ব্যক্তির মনোভাব প্রকাশ পায় বললে মূল্য সম্পর্কে সবটুকু বলা হয় না।